সংবাদ

তারিখ 29 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ দিনের মধ্যে দুর্নীতির তদন্ত করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দিতে ইউজিসিকে নির্দেশ

- উপাচার্যকে দু'মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি
- নাশিদ কামালকে শোকজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ডের লাগামহীন দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এনএসইউ)। বাধ্যতামূলক দু'মাসের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হাফিজ জিএ সিদ্দিককে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারকে। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করায় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ছাড়াই গত সোমবার শিক্ষিকা নাশিত কামালকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং কেন তাকে চাকরিচ্যুত করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আর সব ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা গতকাল বন্ধুদের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ অব্যাহত

নর্থ-সাউথ : পৃষ্ঠা : ২ ক :

নর্থ-সাউথ : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রাখে। চাকরিচ্যুতির আতঙ্কে আছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে ১৫ দিনের মধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির ঘটনা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) রঞ্জিত কুমার সেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ট্রাস্টি বোর্ডের কয়েকজন সদস্য সংবাদ'কে বলেছেন, উপাচার্য অধ্যাপক হাফিজ জিএ সিদ্দিক'কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে পদত্যাগ করতে। জীবন বাঁচাতে তিনি এখন আমেরিকায় চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষায় অবিলম্বে সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে দিয়ে জরুরিভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে হবে সরকারের নেতৃত্বে। তারা আরও জানান, উপাচার্য চারদিনের ছুটি চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে দু'মাসের ছুটি দেয়া হয়েছে। প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দিয়ে তড়িঘড়ি করে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলওপোতে স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে। ইউজিসিকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগসহ এনএসইউ'র বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে মতামতসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন ১৫ দিনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো। উপাচার্যকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এনএসইউ'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও অমনিচ্যাম লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইফতেখারুল আলম গতকাল সংবাদ'কে বলেন, ক্ষমতার জোরে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য মিলে যা খুশি তাই করছে। কাজেই এজেন্ডাবিহীন ট্রাস্টি বোর্ডের সভা থেকে উপাচার্যকে ছুটিতে পাঠানোর বিষয় সম্পূর্ণ অবৈধ। চলমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষায় কী করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইউজিসি'র তদন্তের পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জানা গেছে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হাফিজ জিএ সিদ্দিক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ মো. ওয়াহিদুজ্জামানের কাছে এক চিঠিতে বলেছেন, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ, ফার্মেসি, আর্কিটেকচার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মাইক্রো বায়োলজি'র চেয়ারপারসন নিয়োগ দেয়া হয়েছে অবৈধভাবে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী উপাচার্য বিভাগীয় প্রধান মনোনীত করেন। কিন্তু উপরোক্ত চারটি বিভাগের প্রধান মনোনয়নের বিষয়ে উপাচার্যের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নিয়মকানুন উপেক্ষা করে প্রফেসর ড. এএনএম মেশতাক উদ্দীনকে প্রো-ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলাদা অনুরোধপত্রও দিয়েছেন। নারীঘটিত বিষয়, শ্রেড চেঞ্জ ও আর্থিক দুর্নীতির দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. এএনএম মেশতাক উদ্দীনকে ২০১৩ সালে বহিষ্কার করা হয়। তিনি এখন সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি হিসেবে কর্মরত আছেন। প্রসঙ্গত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে হলে প্রত্যেকটি পদের বিপরীতে ক্রমপক্ষে তিনজন ব্যক্তির নাম এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হয়। সরকার এর মধ্যে থেকে যে কোন একটি চূড়ান্ত করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবৃতি : গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এনএসইউ'র কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভিত্তিহীন প্রচার-প্রপাগান্ডা দেশ-বিদেশে স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করাসহ শিক্ষানুরাগী উদ্যোক্তা, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের হেয় করার অপতৎপরতায় লিপ্ত একটি মহলের ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। এতে আরও বলা হয়েছে, একাডেমিক কার্যক্রমে স্থবিরতা, অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, ভর্তি বাণিজ্য ইত্যাদি অভিযোগই সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।